আচরণ বিধিমালা

(Code of Conduct)

বাদাবন সংঘ

গ্রহণকাল: জুন ২০১৭

বাদাবন সংঘ আচরণ বিধিমালা

Badabon Sangho's Code of Conduct

বাদাবন সংঘ'র কার্যক্রমকে নিরপেক্ষ, সার্বজনীন, নারীবান্ধব ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিম্নলিখিত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে এবং প্রত্যেক কমীর্কে নিম্মলিখিত ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে যা তার ব্যক্তিগত ফাইলে সংরক্ষিত থাকবে।

১) সকল কর্মীদেরকে বাদাবন সংঘ কর্মী ব্যবস্থাপনা নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে এবং নীতিমালা ভঙ্গের কোনো প্রমান পেলে বা সন্দেহ হলে বাদাবন সংঘ'র কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন এবং মানবিক মর্যাদার প্রতি সকল কর্মীকে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। পাশাপাশি সংস্থার চাকুরী নীতিমালা, জেন্ডার ও শিশু সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী সকল কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে হবে।

৩) একজন কর্মীকে অবশ্যই আচরণে ভদ্র, নিবেদিত প্রাণ, বিনয়ী, শিষ্টাচারী এবং অন্য কর্মীদের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সর্ম্পক বজায় রাখতে হবে। সেই সাথে তাকে সহকর্মীদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ কিন্তু পেশাদারিত্ব বজায় রখতে হবে।

৪) বাদাবন সংঘ'র কর্মীদেরকে নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের যেকোন ক্ষতিকর দ্বন্দ এড়িয়ে চলতে হবে। এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে/সূত্রপাত হলে সঙ্গে সঙ্গে বাদাবন সংঘ'র কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৫) কর্মী নির্ধারিত কাজ ও সময়কে অবহেলা করে কোনো ধরণের ব্যক্তিগত কাজ বা কাজবিহীন সময় অবচয় করতে পারবে না।

৬) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে কোনা কর্মী তাদের পদমর্যাদাকে ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি, দল অথবা গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারবে না অথবা কাউকে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব প্রদাণপরবে না এবং সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি, সুযোগ-সুবিধা ,সেবা এবং অথনৈতিক সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না।

৭) কর্মীরা নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যক্তিগত আচরণ ও সর্ম্পক বাদাবন সংঘ 'র কর্মী হিসাবে তাদের পেশাগত ভূমিকায় কোন প্রভাব ফেলবে না।

৮) কর্মীদের কাজে এবং দায়িত্ব পালনে প্রভাব পড়তে পারে এমন কোন উপহার, ঘুষ বা অন্য কোন সুবিধা কর্মীরা কারো সাথে প্রত্যক্ষ বাা পরোক্ষভাবে আদান প্রদান করতে পারবে না।

৯) বাদাবন সংঘ'র আদর্শ ও মূল্যবোধের সাংঘর্ষিক এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করা যাবে না।

১০) সহনশীলতায় শুন্য পর্যায়ের (Zero tolerance) নীতি অনুযায়ী সংস্থার যে কোন পযায়ের্র কোন কর্মী/কর্মকর্তা দ্বারা কোন অথনৈতিক দূর্নীতি, যৌন হয়রানি, রাষ্ট্রদ্রোহ, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং অবাধ্যতার প্রমান পেলে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

১১) জনগনের কাছে বাদাবন সংঘ'র সবোর্চ্চ সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মীদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

১২) কর্মীরা তাদের কাজ ও আচরনের মধ্যদিয়ে লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রতিবন্ধীত্ব, সামাজিক অবস্থান, সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারবে না।

১৩) অর্থ চোরাচালান এবং ব্যক্তিগত উপাজর্ন বিদেশে পাচার রোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২" সকল কর্মীদেরকে যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

১৪) বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সহায়তা হিসেবে গন্য হবে এমন কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন অর্থনৈতিক লেনদেন বা কাযক্রর্মে কমীর্রা জড়িত থাকতে পারবে না এবং এর বিরুদ্ধে সকল কর্মীকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৫) প্রাকৃতিক সম্পদের যে কোন ধরনের অপব্যবহার কর্মীদেরকে কঠোর ভাবে এড়িয়ে চলতে হবে এবং উপকূলীয় আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

১৬) কর্মস্থলে বা অন্য কোনো স্থানে যেকোন ধরনের মাদক (অ্যালকোহলিক) পানীয় পান বহন ও বিপননে নিষেধাজ্ঞা কমীর্দেরকে কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে।

১৭) বিপাদাপন্ন জনগোষ্ঠীর পাচার রোধে কর্মীদের সবসময় সোচ্চার থাকতে হবে। মানব পাচারকারী ও মানব পাচারের সাঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সনাক্তকরন ও পাচারের শিকার জনগোষ্ঠী বিশেষত নারী ও শিশুদের উদ্ধার ও সহায়তা প্রদানে কর্মীদের সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৮) সংস্থার যাবতীয় সম্পদ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষন করতে হবে এবং সংস্থার স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কিছু কারো নিকট হস্তান্তর করা যাবে না।

১৯) কোন কর্মী চাকুরীরতঅবস্থায় সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত হতে পারবে না এবং সক্রিয় ভাবে কোন রাজনৈতিক দলের মিছিল মিটিং র‌্যালী ইত্যাদিতে অংশগ্রহন করতে পারবে না। একই সাথে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের নাম বা প্রতিষ্ঠান সংক্রন্ত কোন কিছু ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ।

২০) কাউকে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করা বা তার প্রচেষ্টা চালানো, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেয়া, যৌন উদ্দেশ্যে কাউকে স্পর্শ করা, কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করা, অশ্লীল কৌতুক বলা,শীষ দেয়া, নিজের বা অপরের যৌন কাজ বা সক্ষমতা নিয়ে গল্প করা, কারো শরীর সম্পর্কে অশ্লীল ধারা বর্ননা দেয়া ইত্যাদি করা যাবে না।

২১) বাদাবন সংঘ'র কর্মীদের মধ্যে বিবাদ ও অসন্তোষ তৈরি হয় এমন কোন কাজে ইন্ধন দেয়া যাবে না এবং অফিস সংক্রান্ত কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

২২) কর্মীদের মধ্যে কোন অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে তা তৎক্ষনিক নিরসন করতে হবে। ১ম স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রী'র বিনা অনুমতিতে কোন কর্মী ২য় বিয়ে করতে পারবে না।

২৩) পরস্পরের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কোন কর্মী অন্যকোন কর্মীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারবে না।

২৪) সংস্থা কর্তৃকজারিকৃত পরিপত্র ও নীতিমালাসমূহ তাৎক্ষনিক কর্মীদের কাছে এবং সংশ্লিষ্ঠ বিভাগের কাছে পৌছে দেয়া ও প্রচার করতে হবে।

২৫) বাদাবন সংঘ'র সকল কর্মী মাঠ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা'; যৌন হয়রানী বিরোধী নীতিমালা'; নারী ও বয়স্কদের সুরক্ষা নীতিমালা'; সম্পূর্ণভাবে মেনে চলবে।

২৬) বাদাবন সংঘ'র সাথে কাজ করতে আসা কোনো বিশেষজ্ঞ, সরবারহকারী ও সেবা প্রদাণকারীকে উপরোক্ত নীতিমালা সর্ম্পকে অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

২৭) কর্মী অফিসের কম্পিউটার, ল্যাবটপ, ক্যামেরা বা অন্য ডিভাইস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিধিমালা মেনে চলতে হবে।

আমি উপরোক্ত আচরণ বিধিমালা মনোযোগ সহকারে পড়ে, বুঝে এবং স্বজ্ঞানে নিম্মে স্বাক্ষর করলাম। উক্ত আচরণবিধির বত্যয় ঘটলে বাদাবন সংঘ আমার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

কর্মীর স্বাক্ষর